জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১০, সংখ্যা-২, জুলাই–ডিসেম্বর ২০২০

শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে ভাববাদ ও জড়বাদ : একটি পর্যালোচনা

জি. এম. তারিকুল ইসলাম*

Abstract

The history of Philosophy depicts a number of doctrines which have made important contributions to these doctrines have been encouraging and inspiring people throughout the ages as a fulfillment of physical, mental and spiritual needs of human life. These are two fundamental theories idealism and materialism. These are opposite to each other. Although there are conflicts between two doctrines since their inception, they continue to play important and significant effective roles in various aspects of human civilization and culture. These doctrines have strengthened the philosophical foundation of education by providing important directions in the field of education. Education is the best indicator of human civilization. The Present paper seeks to highlight the importance, dignity and significance of human life through highlighting a comparative analysis of the two doctrines. It asserts the contribution of idealism and materialism in the field of education. The aim, objective and necessity of idealistic and materialistic view of education also being highlighted.

ভূমিকা

দর্শন জগতের দুটি বিরোধী মতবাদ ভাববাদ ও জড়বাদ শিক্ষাক্ষেত্রে দুটি দিক থেকে মানুষকে প্রভাবিত ও পরিচালিত করে চলেছে। ভাববাদ চায় মানুষের উচ্চ আদর্শ, নৈতিক মূল্য, সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের গুরুত্বকে তুলে ধরতে। ভাববাদী শিক্ষা দর্শন ব্যক্তির মানসিক বিকাশ এবং প্রকাশের উপর গুরুত্ব প্রদান করে তার বৌদ্ধিক এবং নৈতিক সত্তাকে তুলে ধরতে চায় যা মানুষের শ্রেষ্টত্বকে জগতে অর্থবহ করে তোলে। অন্যদিকে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন বিশ্ব সমাজ সংসারে মানুষকে চলতে হলে তার বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণের কথা বলে। কার্যকরণের উপর ভিত্তি করে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব প্রদান করে যা ব্যক্তিসত্ত্বার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা এবং তার দৈননন্দিন প্রয়োজন মেটাবার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। আপাতদৃষ্টিতে দুটি মতবাদের দৃষ্টিভঙ্গি বিপরীতধর্মী মনে হলেও মানব জীবনে দুটি মতবাদেরই নির্যাস থেকে শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

যদিও শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সম্পর্কে এখনও শেষ কথা বলা সম্ভব হয়নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাই আমাদেরকে এর ধারাবাহিক বিবর্তন প্রক্রিয়ার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জরুরি। তাই আমরা ভাববাদী এবং জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার বিশ্লেষণ এবং এর তাৎপর্য অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের এই দুটি মতবাদের ব্যাপারে প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাই বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখিত দুটি মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষার বিভিন্ন দিকের বিশ্লেষণ অনুসন্ধান করে এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হলো।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন

ভাববাদ (Idealism)

দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় জগত, জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ বিভিন্ন যুগে বিকাশ লাভ করেছে। এসব মতবাদের মধ্যে দুটো বিপরীতধর্মী মতবাদ হলো জড়বাদ (Materialism) ও ভাববাদ (Idealism) এর মধ্যে ভাববাদ হচ্ছে অন্যতম প্রাচীন দার্শনিক মতবাদ।

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

ভাববাদ অনুযায়ী বিষয় বা বস্তু মন নির্ভর। মনই হচ্ছে পরম সত্য ও সত্তা। ভাববাদী দর্শন মানব মন ও ধারণাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। ভাববাদ অনুযায়ী আত্মা, ঈশ্বর, পরকাল ও বিভিন্ন অতিপ্রাকৃতিক শক্তির ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা জীবন ও জগতের ধর্ম। এই মতবাদ ভাব, ধারণা বা আত্মাকে একমাত্র সত্তা বলে মনে করে। ভাববাদ বস্তু নয় মনকেই গুরুত্ব দেয়। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক টমাস হোয়াইট পেট্রিক-এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়, "Idealism, too, asserts that reality is one, that one being mind or spirit. For the idealist matter is at best a representation or constract of mind."[১]

ভাববাদীদের মতে বিশ্বজগতের মূল উপাদান বা চালিকাশক্তি হলো মন, চিন্তা ও অধ্যাত্মিক শক্তি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাববাদ, বাস্তববাদ ও জড়বাদ বিরোধী মতবাদ। ভাববাদীদের মতে মানুষ এবং বিশ্বব্রহ্মান্ড হলো এক ভাবমূলক সত্তার অংশ বিশেষ। ভাববাদীরা মনে করেন এই জগত ছাড়াও আরেকটি জগৎ আছে,আর সেটি হলো ভাবজগৎ বা আধ্যাত্মিক জগৎ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়,

> Idealism, as a metaphysical theory, maintains that the world is grounded in mind or its basic staff is mental or spiritual. It is diametrically opposed to materialism which explains the world as grounded in matter and is also called spiritualism.[২]

এই আধ্যাত্মিক জগতের অধিশ্বর হলেন ঈশ্বর। আর এই ঈশ্বরকে জানা বা উপলব্ধি করা হলো মানব সত্তার অন্যতম লক্ষ্য। জ্ঞান নিরপেক্ষ বা মন নিরপেক্ষ কোন সত্তা এই মতবাদ স্বীকার করে না। জ্ঞাতার মনের উপরই বস্তুর অস্তিত্ব নির্ভর করে। Titus এর মতে, "Idealisim is a world view or a metapgysics which holds that the basic reality consists of or is closely related to mind, ideas, thoughts, or selves."[৩] ভাববাদীরা বর্তমান জগতকে মিথ্যা বা মায়ার জগৎ বলে মনে করে। ভাববাদীরা বস্তুসত্তাকে পুরোপুরি অস্বীকার করে। তাদের মতে এই বিশ্বজগৎ পরিচালনা করে মানব মন। আর বাহ্য বস্তু হচ্ছে ভাবেরই প্রতিচ্ছবি বা প্রতিরূপ।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন

ভাববাদী মতবাদের প্রধানতম ব্যক্তিত্ব হলেন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো। এই ভাববাদী মতবাদে বিশ্বাসী অন্যতম দার্শনিক হলেন হেগেল, কান্ট, পেস্তালৎসি, বার্কলি, হার্বাট, ফ্রয়েবেল, কমেনিয়াস, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মাগান্ধী প্রমূখ। ইন্দ্রিয়জ বিষয়ের পরিবর্তে মননশীল ও মানসিক বিষয়ের উপরই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয় ভাববাদে।

আর ভাববাদী শিক্ষাদর্শন এই বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। কেননা ভাববাদীরা 'মনোজগৎ' তথা 'মনের উৎকর্ষতাকে' প্রধান্য দিয়ে থাকেন। ভাববাদীরা মনে করেন প্রতিটি শিশু কিছু সৎ গুণাবলি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যা সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। সঠিক পরিচর্যা ও পরিবেশ পেলে শিশুর এই অমিত সম্ভাবনার প্রকৃত বিকাশ সম্ভব। এখানে শিক্ষার কাজই হচ্ছে মানুষের মধ্যেকার ভাবজগৎকে জাগ্রত করে প্রকৃত সত্যের স্বরূপ উদঘাটন করা। ভাববাদী শিক্ষাচিন্তা বস্তু জগতের প্রয়োজনীয়তার উর্ধ্বে উঠে মানব হৃদয়ে এক ঐক্যের সুর সৃষ্টি করে। আদর্শবোধ, জীবনবোধ,মানসিকতা ও নৈতিকতার উপর গুরুত্ব প্রদান করে।[৪] ভাববাদী মতে, শিক্ষার মাধ্যমে জাগ্রত হবে আত্মসত্তার উপলব্ধি। এই মত অনুযায়ী মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানুষ পরম সত্তার সন্ধানে এগিয়ে যাবে। ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক সত্তার জাগরণ ঘটাতে সহায়তা করে।

শিক্ষার লক্ষ্য

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য বস্তু বা জগৎকেন্দ্রিক নয়, শিক্ষা হবে মূল্যবোধ ও নীতিবোধকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ অন্বেষণের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন ভাববাদীরা। আত্মোপলব্ধিকে শিক্ষার মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেছেন ভাববাদী শিক্ষা দার্শনিকরা। কেননা

আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে সত্য, সুন্দর, শুভ এর মূল্য, নৈতিকতা ও আদর্শের রূপায়ণ ঘটানো সম্ভব। শিক্ষা এখানে ব্যক্তির মধ্যে আত্মোপলব্ধির ক্ষমতা জাগ্রত করে ব্যক্তির মধ্যে সচেতনতাবোধ গড়ে তোলে। ফলে শিক্ষার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয়।

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। প্রতিটি শিশু এখানে ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক অনুশাসন সংক্রান্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা গ্রহণ করবে।[৫] ফলে শিক্ষার্থী উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। ভাববাদী শিক্ষার আরেকটি অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থী যাতে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণা উপলব্ধি করতে পারে এবং সুখের সাথে দুঃখের প্রভেদ করতে পারে। ভাববাদী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। কেননা কৃষ্টি ও সংস্কৃতি চর্চা ছাড়া কোন মানুষ প্রকৃত মানুষে পরিণত হতে পারে না। তাই কৃষ্টি ও সংস্কৃতিযুক্ত শিক্ষা ভাববাদীদের অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিকভাবে ভাববাদী শিক্ষা ব্যক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চরিত্র গঠন এবং উত্তম নাগরিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। ভাববাদী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হ্যারমান হ্যারেল হর্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন যা এখানে উল্লেখ করা হলো:

> Education is the eternal procus of superior adjustment of the physically and mentally developed, free, conscious human being to God, as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man.[৬]

ভাববাদী শিক্ষার দুটি উদ্দেশ্য পরিলক্ষিত হয় ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য এবং সামাজিক উদ্দেশ্য। এই দুই উদ্দেশ্যের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির সংস্কৃতি, জ্ঞান, পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক ধারণার বিকাশ ঘটে থাকে।

পাঠ্যক্রম

ভাববাদী দার্শনিকরা মনে করেন ব্যক্তির জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক বা ক্রিয়া রয়েছে। যেমন : বৌদ্ধিক, নৈতিক ও নান্দনিক। এই তিনটি বিষয় বা ক্রিয়াকে কেন্দ্র করে মানুষের জীবন পরিচালিত হয়। আর এর পেছনে কাজ করে তিন ধরনের চাহিদাবোধ- ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞান।[৭] ভাববাদীরা মনে করেন পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হবে শিক্ষার্থীর এই তিন ধরনের চাহিদার উপর ভিত্তি করে। মানুষের চরিত্রগত ও সমাজের আদর্শগত দিকের প্রতিফলন যাতে থাকে সেসব অভিজ্ঞতা, জীবন পরিস্থিতি ও বিষয় বিবেচনায় নিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্যক্রম নির্ধারণের চেষ্টার কথা বলেছেন ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা।[৮] ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা মানব শিশুর উত্তম বিকাশের জন্য পাঠ্যক্রমের নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন :

১. পাঠ্যক্রমে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির বিকাশের বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আর এ লক্ষ্যে সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত থাকবে যাতে করে শিক্ষার্থীর সুষম বৌদ্ধিক বিকাশ সাধিত হয়।[৯]
২. শিক্ষার্থীর আদর্শ চরিত্র গঠন ও ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের জন্য ধর্মগ্রন্থ, নীতিবিদ্যা ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত বিষয়কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৩. শিক্ষার্থীর রুচি ও নান্দনিকতাবোধ জাগ্রত করার জন্য চারু ও কারুকলা, সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, ভাস্কর্য, শিল্পকলা ইত্যাদি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
৪. শিক্ষার্থীর দৈহিক সুস্থতার দিকে লক্ষ রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন ভাববাদী শিক্ষাদার্শনিকরা। তাঁরা শিক্ষার্থীর সুস্থ দেহের জন্য শরীর বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, ব্যায়াম, বিভিন্ন প্রকার খেলাধূলা পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন।

শিক্ষা পদ্ধতি

শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কে ভাববাদী শিক্ষা দার্শনিকরা নতুন কোন কথা বলেননি। তবে পেস্তালৎসি ও ফ্রয়েবেল তাঁদের পদ্ধতি সম্পর্কিত আলোচনায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

তাঁরা শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রচেষ্টার উপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। ফ্রয়েবেল মনে করেন, শিশুর অন্তর্নিহিত অভিব্যক্তিক আত্মপ্রচেষ্টা বা সক্রিয়তা হচ্ছে শিক্ষার পদ্ধতি। ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ বিকাশের উপযোগিতাই হলো ভাববাদী শিক্ষা দার্শনিকের বিবেচ্য বিষয়। ভাববাদী শিক্ষা পদ্ধতিতে বক্তৃতা, আলোচনা, সমালোচনা, আবৃত্তিকরণ, বিতর্ক, অনুকরণ, প্রশ্নোত্তর, প্রজেক্ট, পরীক্ষণ প্রভৃতি পদ্ধতি ফলপ্রসূ বিষয় হিসেবে স্বীকৃত।[১০]

শিক্ষকের ভূমিকা

ভাববাদী শিক্ষাদর্শনে শিক্ষা পরিচালনার প্রধান দায়িত্বে থাকবেন শিক্ষক। অর্থাৎ শিক্ষকই শিক্ষাব্যবস্থায় মৌলিক ভূমিকা রাখবেন। তিনি শিশুর সামনে এক অনন্য আদর্শ তুলে ধরবেন যেখানে বিকাশ উপযোগী পর্যাপ্ত পরিবেশ নিশ্চিত থাকবে। এই শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের অন্যতম কাজ হলো শিক্ষার্থীকে বুঝতে পারা। শিক্ষার্থীকে বুঝতে না পারলে শিক্ষাদান ব্যর্থ হবে। শিক্ষক তাঁর বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করবেন যাতে করে শিক্ষার্থীর সামনে প্রশ্ন করার, মূল্যায়ন করার সুযোগ থাকে। সৃজনশীল ও গঠনমূলক হবে শিক্ষকের আলোচনা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পরমসত্তার ভাবও জাগিয়ে তুলবেন।

শিক্ষক হবেন আলোকোজ্জ্বল, দ্যুতিময় ব্যক্তিত্ব যার আদর্শে ছাত্ররা প্রভাবিত হবেন। ভাববাদীরা শিক্ষকের চাল-চলন, বলন, জীবনযাত্রা যেন গভীরভাবে শিক্ষার্থীর মাঝে রেখাপাত করে সেদিকে দৃষ্টি রাখার কথা বলেছেন। পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি শিক্ষক হবেন, তিনি শিক্ষার্থীর মধ্যেকার সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাবেন। শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ,

> Idealism recommends the role of teacher as Guru, ancient Indian with contentment, contemplation, poverty and detachment. He is a true friend, philosopher and guide to the child. Gandhiji remarks that, "Education of the heart could only be done through the living touch of the teacher."[১১]

শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে জানা ও বোঝার আগ্রহ তৈরি করবেন। তিনি হবেন ছাত্রদের পথ প্রদর্শক, বন্ধু, সহায়ক ও পরিচালক। শিক্ষক তাঁর কৌশলী ভূমিকা দ্বারা শিক্ষার্থীর সকল প্রকার সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের মনোরম পরিবেশ বজায় রাখবেন, পাঠদানকে আনন্দময় করে তুলবেন যাতে শিক্ষার্থী স্বাধীন, মুক্ত ও আদর্শ মানুষে পরিণত হয়। মোটকথা সৎ, আদর্শ ও ভাল মানুষ তৈরি করাই হবে শিক্ষকের মহান ব্রত।

শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য

ভাববাদী শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ, শিক্ষকই এখানে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষার্থী এখানে কঠোর শৃঙ্খলা মেনে জ্ঞান অর্জন করবে। শিক্ষার্থী আত্মসক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করবে। শিক্ষার্থীর ধ্যান-জ্ঞান থাকবে অধ্যয়ন এবং শিক্ষকের নির্দেশ মান্য করে চলা। শিক্ষার্থীর আচার-আচরণ হবে সংযত ও মার্জিত। শিক্ষককে মুনী-ঋষীর মতো শ্রদ্ধা করবে। শিক্ষার্থী ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, আদর্শ ও সৎ শিক্ষকদের জীবন অনুকরণ ও অনুসরণ করবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, পরমসত্তার প্রতি আকর্ষণ, বিবেকবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা সর্বদা অব্যাহত থাকবে।

মূল্যায়ন

শিক্ষাব্যবস্থায় ভাববাদী দর্শন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। প্রচীন যুগে সেই প্লেটোর সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভাববাদ তার নিজস্ব ধারাবাহিকতায় সক্রিয় রয়েছে। ভাববাদ যুগে যুগে শিক্ষাচিন্তায় সূদরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে। নৈতিকতা, আদর্শ, মূল্যবোধ ও পরমসত্তার উপলব্ধির ক্ষেত্রে ভাববাদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যের জয়জয়কার হলেও

মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চরম অবক্ষয় ঘটেছে। বর্তমান যুগ বাণিজ্যিক যুগ, সবকিছুতে স্বার্থপরতা লক্ষ করা যাচ্ছে, মানুষের বিবেকবোধ বলতে যেন কিছু নেই। ব্যক্তিগত, সামাজিক, পারিবারিক ও বৈশ্বিক জীবনের সর্বত্র এক অস্থিরতা বিরাজ করছে। মন্যুষ্যত্ববোধ হারিয়ে মানুষ অশান্তিময় দিন যাপন করছে। বর্তমান বিশ্বের এরূপ পরিস্থিতিতে ভাববাদী দর্শন মানুষের বিবেকবোধ ও ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। ভাববাদী শিক্ষা নৈতিকতা ও মূল্যবোধের জাগরণ ঘটিয়ে মানব সভ্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে রাখতে পারে এক অসামান্য অবদান। ভাববাদী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বস্তু ও অর্থনীতিকে নয় সর্বাগ্রে গুরুত্ব দিবে মানুষকে। ফলে পৃথিবী হয়ে উঠবে সুন্দর, সফল ও শান্তিময়।

জড়বাদী শিক্ষাদর্শন

জড়বাদ (Materialism)

দর্শনের ইতিহাসে বিশ্বপ্রকৃতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি মৌলিক মতবাদ পরিলক্ষিত হয়, তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে ভাববাদ এবং অন্যটি জড়বাদ বা বস্তুবাদ। উদ্ভবের শুরু থেকেই মতবাদ দুটির মধ্যে বিরোধ বা দ্বন্দ্ব চলে আসছে। জড়বাদ যা কিছু দৃশ্যমান ইন্দ্রিয় গোচরীভূত হয় তাকেই সত্য হিসেবে মেনে নেয়। ইন্দ্রিয় বহির্ভূত কোন বিষয় বা শক্তিকে বিশ্বাস করে না। জড়বাদ অনুযায়ী বিশ্বজগত প্রকৃতির নিয়মেই চলে, অপার্থিব কোন শক্তির হস্তক্ষেপ এখানে নেই। পরম সত্তা বা সৃষ্টিকর্তার কোন অস্তিত্ব এই মতবাদ স্বীকার করে না। এ মতে জড়বস্তুই মৌলিক ও চূড়ান্ত সত্য বলে বিবেচিত হয়। বিশ্বে সবকিছু জড় থেকে উৎপত্তি এবং জড়কে কেন্দ্র করেই সবকিছুর রূপান্তর ঘটে। এমনকি মন এবং প্রাণের উৎপত্তিও ঘটে এই জড় থেকে। গতি ও শক্তি হচ্ছে জড়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। জড়বাদীরা পৃথিবীর জীবনকে একমাত্র বাস্তব সত্য জীবন বলে গ্রহণ করে। ধর্ম, আত্মা, পরকাল, পুনরুত্থানকে জড়বাদ বিশ্বাস করে না। এই জড়বাদ সম্পর্কে অধ্যাপক যদুনাথ সিনহা বলেন,

> Materialism regards mater as the only reality, and life and mind as the products of matter. Reality is matter. Extension and impenetrability are its essential attributes. Motion is its primary form of activity. Matter and motion can explain all processes in reality, the physical processes, the vital processes of organism as well as the mental processes.[১২]

জড়বাদ সম্পর্কে আরো বলা যায়,

> Materialism is the ontological theory, according to which the ultimate stuff of the world is matter. All beings, including even animals and men, are made of material elements....Materialism is based upon certain essential presuppositions. It is allied to empiricism and realism. It takes for granted the existence of the world of experience and believes that our senses,..."[১৩]

জড়বাদীরা পার্থিব জীবনকে সর্বোচ্চ সুন্দর, কার্যকর ও উপভোগ করার পরামর্শ দেয়। ব্যক্তিগত ও সামাজিক উপযোগিতার সমন্বয় ঘটে এখানে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখানে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে জীবন হয়ে ওঠে সাফল্যমণ্ডিত। প্রকৃতির অফুরন্ত বস্তু, সম্পদ ও শক্তিকে মানুষ নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। আর এটাই জড়বাদী দর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

জড়বাদী শিক্ষাদর্শন

ভাববাদী দর্শনিকদের তুলনায় জড়বাদী দার্শনিকরা শিক্ষার উপর অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। জড়বাদী শিক্ষাদর্শনের সাথে প্রকৃতিবাদী শিক্ষাদর্শনের অনেকটা মিল রয়েছে। জড়বাদীরা জড়কেই পরম সত্তা হিসেবে মনে করে। বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি মানুষকে জড়ের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সহায়তা করছে,

তাই জড়বাদ মনে করে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে ক্ষুদ্র এই মানব জীবনকে সুন্দর, আনন্দময় ও কল্যাণকর করে তোলা সম্ভব।[১৪] জড়বাদী শিক্ষাদার্শনিকদের মতে সামাজিক কল্যাণ ও প্রগতির উপর মানব জীবনের ভালো-মন্দ নির্ভর করে। ভাববাদী দর্শন যেখানে জীবন ও জগৎকেন্দ্রিক ব্যাখ্যাদানে প্রয়াসী, জড়বাদী শিক্ষাদর্শন সেখানে জগৎ জীবনের প্রয়োজনীয় ও কার্যকর পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট। ভাববাদী শিক্ষাদর্শন ব্যক্তির অন্তর্নিহিত বিকাশের কথা বলে, অন্যদিকে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করার উপযোগী করে গড়ে তোলে এবং মানব সভ্যতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনের জৈবিক চাহিদা ও চাওয়া-পাওয়ার উপর তাগিদ দেয় জড়বাদী শিক্ষাদর্শন।

শিক্ষার লক্ষ্য

জড়বাদী শিক্ষাদর্শনের অন্যতম প্রধান লক্ষ হলো মানুষের জীবনের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ও প্রগতি অর্জনে সহায়তা করা। আর এ লক্ষ্যে প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিভিন্ন কর্মমুখী বিষয়ে প্রয়োগ করা হয়। মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ, উন্নতি ও মঙ্গল সাধনই জড়বাদী শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য। মানুষের ব্যক্তি স্বার্থ ও চাওয়া-পাওয়ার নিবৃত্তি ঘটে জড়বাদী শিক্ষাদর্শনে, অর্থাৎ শিক্ষার লক্ষ্য হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক জীবনকে সুন্দর, সফল ও সমৃদ্ধময় করে তোলা।[১৫] জড়বাদীরা মনে করেন শিক্ষার দ্বারাই মানুষ অসাধ্য সাধন করে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে অকল্পনীয় পরিবর্তন আনতে পারে, বাড়াতে পারে তার নৈতিক, মানসিক ও চিন্তাশক্তি। শিক্ষা এখানে ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

পাঠ্যক্রম

জড়বাদ বস্তুগত উন্নতির জন্য শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করে। এই দর্শন ভাববাদী দর্শনের প্রতিবাদ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ফলে এই দর্শন ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ-নরক, নৈতিকতা, আত্ম-অন্বেষণ প্রভৃতি বিষয়কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না। মানুষের জীবনকালের ক্ষণস্থায়িত্ব চিন্তা করে এই দর্শন জীবন সম্পৃক্ত নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পাঠ্যক্রমে স্থান দিয়েছে-

১. **দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি :** জড়বাদী শিক্ষাদর্শন প্রতিটি ব্যক্তিকে দক্ষ, চৌকস, কর্মঠ এবং অভিজ্ঞ করে গড়ে তুলতে আগ্রহী যাতে করে সে পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারে।

২. **বাণিজ্যিক শিক্ষা :** জড়বাদী পাঠ্যক্রম জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় বিষয় হিসেবে শিল্প ও বাণিজ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানায় ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে মানুষের জীবনে। এর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ ও অর্থনৈতিক যুক্তি। তাই এই পাঠ্যক্রম ব্যবসা, শিল্প ও কর্মমুখী শিক্ষায় প্রতিটি মানুষকে আগ্রহী করে তুলতে চায়।

৩. **বিজ্ঞান শিক্ষা :** সামাজিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির মূলে রয়েছে বিজ্ঞানের বিশেষ অবদান। সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নয়নে রয়েছে বিজ্ঞানের অসাধারণ অর্জন। এই অর্জন প্রতিনিয়ত নব নব দিগন্ত উন্মোচন করে চলেছে। বিজ্ঞান চায় শিক্ষাক্ষেত্রে যুক্তিনির্ভর পদ্ধতি প্রয়োগ করতে। বিজ্ঞানের মৌলিক তথ্যগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, গতিবিদ্যা, প্রজননবিদ্যা, আপেক্ষিকতাবাদ, পুষ্টি বিজ্ঞান, মানবিক শক্তি, ভূ-বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ভূগোলসহ প্রভৃতি বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়।[১৬]

৪. **প্রযুক্তি শিক্ষা :** প্রযুক্তিগত শিক্ষা জড়বাদী শিক্ষাদর্শনের একটি প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্য। প্রযুক্তির জ্ঞান ছাড়া মানুষের উন্নত জীবন যাপন সম্ভব নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ব্যাপক প্রভাব ও অবদান রয়েছে প্রযুক্তির। প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তি মানুষের জীবনের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশ বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণ। প্রযুক্তির কল্যাণে জ্ঞান আহরণ ও যোগাযোগ অত্যন্ত সহজতর হয়েছে। কম্পিউটার, ইন্টারনেট মানুষের ব্যবহারিক ও বাস্তব জীবনকে করেছে সমৃদ্ধ ও সহজ। তাই প্রযুক্তিগত শিক্ষা জড়বাদী পাঠ্যক্রমের কেন্দ্রীয় বিষয়।

তবে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন শরীর চর্চা, সমাজসেবা, মানববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, শিল্পকলা, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব প্রদান করে।

শিক্ষণ পদ্ধতি

শিক্ষণ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে। শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন, কার্যকর ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জড়বাদীরা বাস্তব বস্তুর সাহায্যে জ্ঞানলাভে আগ্রহী। তাই জড়বাদী শিক্ষাদর্শন প্রাণবন্ত অভিজ্ঞতায় বিশ্বাসী। অভিজ্ঞতার মূল্য এখানে সর্বাধিক। জড়বাদী শিক্ষাচিন্তাবিদরা প্রতিটি শিক্ষার্থীর হাতে কলমে কাজ করার মধ্যে দিয়ে শিক্ষা দিতে চান। শিক্ষার্থী মূলত দেখে-শুনে, বুঝে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবে। জড়বাদী শিক্ষাদর্শন এখানে প্রকৃতিবাদী ও প্রয়োগবাদী শিক্ষাদর্শনের সাথে পদ্ধতিগত ও লক্ষ্যগতভাবে এক ও অভিন্ন।

শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতা

জড়বাদী শিক্ষাদর্শন শৃঙ্খলা ও স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। শিক্ষার্থী এখানে স্বাধীনতা ভোগ করবে তেমনি শৃঙ্খলা মেনে চলবে। এই শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি প্রদর্শন, বেত্রাঘাত ইত্যাদি থেকে দূরে রাখা হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থীকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান থেকে বিরত রাখা হয়। তারা মুক্ত মন দিয়ে ক্রিয়াশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকবে। উৎপাদনশীল এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ড তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা জাগ্রত করে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা

এই শিক্ষা দর্শনে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সব সময় কর্মচঞ্চল ও কর্মমুখী ভূমিকায় নিয়োজিত থাকবে। অর্থাৎ জড়বাদী শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কর্মতৎপরতা প্রগতি ও অগ্রগতি আইনের প্রধান হাতিয়ার। শিক্ষক এখানে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সহযোগী, পথপ্রদর্শক, নির্দেশক ও বন্ধু হিসেবে কাজ করেন। শিক্ষককে অত্যন্ত পরিশ্রমী থেকে যুগোপযোগী ও প্রয়োজনীয় সমস্ত ভাল কিছু সংগ্রহ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হয়ে কর্মমুখী শিক্ষা পরিচালনা করবেন।

জড়বাদী শিক্ষাদর্শনের গুরুত্ব

জড়বাদী শিক্ষাদর্শন বৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, যৌক্তিক অনুসন্ধান ও কার্যকারণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। জড়বাদী চিন্তা শিক্ষায় আধুনিকতার পথপ্রদর্শক। আধুনিক প্রযুক্তির উন্মেষ ও ব্যবহারের পেছনে জড়বাদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থনীতির আজকের যে আকাশছোঁয়া উন্নতি তার মূলে অপরিসীম অবদান রেখেছে জড়বাদী শিক্ষাদর্শন। একদিকে মানব সভ্যতার অকল্পনীয় উন্নতি অন্যদিকে মানুষের দুঃখ, দুর্দশা হ্রাস করে পরিশ্রম কমিয়ে দিয়েছে অনেকগুণ, ফলে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবন হয়েছে কল্যাণকর ও আরাম-আয়েশপূর্ণ।

জড়বাদী শিক্ষা দর্শনের বিরুদ্ধে অভিযোগ

জড়বাদী শিক্ষাদর্শন আমাদের সামনে বর্তমান জগৎকেন্দ্রিক উপযোগিতাকে তুলে ধরে। এই দর্শন বস্তুসর্বস্ব দর্শন। এই দর্শনে মানুষের আত্মানুশীলন, ধর্মবোধ, আদর্শবোধ, বিবেকবোধ, নীতিবোধ প্রভৃতির কোন গুরুত্ব নেই। ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, স্বর্গ-নরক ইত্যাদির কোন ব্যাখ্যা এই জড়বাদী শিক্ষা দর্শনে নেই। ফলে পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরি এখানে সম্ভব নয়। মানুষের মানসজগতকে এখানে পুরোপুরি অস্বীকার করা হয়েছে। মানুষের ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব, পূর্ণতা, মানবতা, দয়া-মায়া, পরোপকারিতা, নান্দনিকতাসহ মননশীলতা প্রভৃতি মানবকেন্দ্রিক দিককে এখানে উপেক্ষা করা হয়েছে। আর এ সকল বিষয়কে বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে পুরোপুরি জড় জীবনে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়।

দুটি মতবাদের মধ্যে তুলনা

ভাববাদী শিক্ষাদর্শন চেয়েছে তরুণ শিক্ষার্থীর চিত্তে দৃঢ়তা, আত্মসংযম,পরমতসহিষ্ণুতা, অধ্যাত্মবোধের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক সহমর্মিতা, ন্যায়নীতি, আত্মমর্যাদা সংরক্ষণ এবং দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি হৃদয়ান্তঃকরণে গেঁথে দিতে। ভাববাদীরা মূলত চেয়েছেন নৈতিকতাসম্পন্ন সুনাগরিক। ভাববাদীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে আধ্যাত্মিক বা অনন্ত জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াই শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। মধ্যযুগের অন্যতম খ্যাতনামা দার্শনিক টমাস একুইনাসও (১২২৫-১২৭৪) শিক্ষা তথা জীবনের লক্ষ্য প্রসঙ্গে নৈতিকতা এবং বৌদ্ধিক দিকের অন্বেষণ করার কথা বলেছেন। আর এগুলো চর্চা করার মধ্যে দিয়ে আমরা সুখ পেতে পারি বলে একুইনাস মন্তব্য করেন।[১৭]

ভাববাদীদের শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে ভেসিডিরিয়াস ইরাসমাসের (১৪৬৬-১৫৩৬) এর বক্তব্য উল্লেখ করা যায়,

> শিক্ষার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে শিশুমনকে ভক্তিরস পান করানো, তারপর সে উদার বিষয়গুলো দর্শন, সাহিত্য ভালবাসবে এবং ভাল করে শিখবে,.... তাকে জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে হবে,.... একেবারে শিশু বয়স থেকে তাকে ভদ্রজনোচিত আচরণে অভ্যস্ত, করে তুলতে হবে।[১৮]

দর্শনিক জন লকও চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে কামনা-বাসনাকে দমন করে যুক্তির নির্দেশ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে উত্তম চরিত্র গঠনের কথা বলেছেন।[১৯] প্রখ্যাত শিক্ষা দার্শনিক ফ্রয়েবেলও মনে করতেন ভাববাদী আদর্শ দ্বারা শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা গেলে শিশুর অন্তরাত্মার বিকাশ সাধিত হবে। তিনি শিক্ষার অন্তরসত্তা বিকাশের কথা বলেছেন। আর এই অন্তরসত্তা পরমাত্মার অংশ এবং মানব জীবন এর সাথে মিলিত হতে চায়।[২০]

অন্যদিকে জড়বাদী শিক্ষাচিন্তায় অবিরত বিকাশ বা উন্নয়নকে শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে ধরা হয়। শিক্ষার লক্ষ্য এখানে বহু, নির্দিষ্ট নয়। পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে শিক্ষার লক্ষ্য এখানে নির্ধারিত হয়। এ প্রসঙ্গে জন ডিউইর মন্তব্য উল্লেখ করা যায়। তিনি মনে করেন বিদ্যালয়ে শিক্ষাব্যবস্থা এমন হবে যাতে সবাই জীবন যাপন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে শেখে অর্থাৎ জীবন থেকে শিক্ষা নেয়ার কথা তিনি বলেছেন।[২১]

জড়বাদে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করা হয়। বস্তুর অস্তিত্বই এখানে আসল কথা। আমাদের চারপাশের যে বাস্তব ভৌত পরিবেশ জড়িয়ে আছে তাই বাস্তব বলে মনে করেন জড়বাদীরা। এই জড়বাদে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। তারা মনে করেন শিক্ষা মানুষের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করতে পারে। জড়বাদ অনুযায়ী শিক্ষার লক্ষ্যর লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। জড়বাদীরা শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে জ্ঞান অন্বেষণ এবং সেই অর্জিত জ্ঞানকে কাজে লাগানোর কথা বলেছেন। অন্যদিকে ভাববাদীরা ভাবকেই চরম ও চিরস্থায়ী সত্য বলে মনে করেন। ভাববাদ শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বকে স্বীকার করে। তারা মনে করে শিশুর সুপ্ত প্রতিভার সম্ভাবনার

বিকাশ শিক্ষার মাধ্যমে হয়ে থাকে। তবে ভাববাদে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে শিক্ষার উপর গুরুত্ব কম প্রদান করে। এ মতবাদে শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য সু-অভ্যাস এবং চরিত্র গঠনের মধ্যে দিয়ে পবিত্র জীবনের অধিকারী হওয়া। ধর্মীয় এবং নৈতিক চরিত্র গঠনই এখানে শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

দুটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয়

পৃথিবীতে ব্যক্তি ও সমাজের অস্তিত্বের জন্য মানবজাতির প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় দুটি মতবাদেরই নির্দেশনা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে সমান্তরালভাবে। মানব চাহিদার অভিক্ষেপ বা প্রতিফলন বিশ্লেষণ করলে আমরা বলতে পারি আমাদের দৈননন্দিন জীবনের বাস্তব চাহিদাভিত্তিক বিষয়গুলোকে সূক্ষ্ম ও সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে মনোজগতের স্ফূরণ ঘটিয়ে মানুষকে আদর্শবাদী, চরিত্রবান, পরোপকারী, পরমতসহিষ্ণু, ধৈর্যশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন প্রকৃত মানব হিসেবে গড়ে তোলাই ভাববাদীদের লক্ষ্য। ভাববাদী চিন্তায় মানব জীবনের বৌদ্ধিক দিকের গুরুত্বকে তুলে ধরে জীবনব্যবস্থায় তার প্রয়োগ করা হয়। শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজ সংসারে সবার সাথে মানিয়ে চলবে। অন্যের প্রতি আগ্রহী এবং গ্রহণীয় মনোভাব নিয়ে চলবে। নিজ অধিকার এবং অন্যের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকবে। ভাববাদী শিক্ষার কারণে তাদের আদর্শ হবে নীতিসম্মত, মূল্যবান। আর এজন্যই দেখা গেছে ভাববাদী শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্যই হচ্ছে নৈতিকতা এবং মানবতাকে একটা বিশেষ স্থান দেয়া। এ প্রসঙ্গে জোহান ফ্রেডরিক হার্বার্টের কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি ব্যক্তির মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত করাকে শিক্ষা ব্রত এবং লক্ষ্য বলে মনে করেছেন। তিনি আরও মনে করেন, শিশুশিক্ষার্থীর মধ্যে সার্থক ও সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গিরই জাগরণ ঘটাতে পারলে সে সত্য ও মঙ্গলের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে, ঘৃণা করতে শিখবে অসত্য ও অকল্যাণকে।[২২]

অন্যদিকে, জড়বাদী চিন্তার ফসল হিসেবে বিজ্ঞান মানুষের একদিকে সফল ও সার্থক জীবনের অফুরন্ত সম্ভাবনাকে সামনে এনেছে তেমনি সামগ্রিক ধবংসযজ্ঞের বিষয়টিও বিজ্ঞানের অপব্যবহারের কারণে আমাদের সামনে চলে এসেছে। ফলে এ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ভাববাদী চিন্তা এবং জড়বাদী চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমঝোতায় আসতে হবে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক গোবিন্দচন্দ্র দেবের বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক। তিনি এই দুই ধরণের মতবাদের স্বার্থক সমন্বয়ের কথা বলেন,

> মানুষের সফল, সার্থক জীবন যাত্রার জন্যে যেমন আদর্শ অর্থনৈতিক সমাজ-ব্যবস্থা প্রয়োজন ঠিক তেমনি তার সত্যিকার ধর্মবোধ, নীতিবোধও প্রয়োজন। এ দু'য়ের মিলনই আদর্শ মানব সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে। তাই মনে হয়, জড়বাদের সঙ্গে গভীর ধর্মবিশ্বাস ও নির্মল নীতিবোধের সমঝোতা মানুষের বৃহত্তর জীবন-যাত্রার তাগিদেই গড়ে উঠবে। সেই সমন্বয়-দর্শনই হবে আগামী দিনের মানুষের জীবন দর্শন, তত্ত্বনির্ণয়ে তার এক সার্থক পদক্ষেপ। আমাদের পরিবেশের তাদিগে এ দুটি আপাত বিরোধী জীবন দর্শন পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করছে, তারই সার্থক পরিণতি হবে এই সমঝোতা ও সমন্বয়।[২৩]

জড়বাদী চিন্তাচেতনার ফসল হিসেবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হলেও মানুষের আদর্শিক, নৈতিক এবং মানবিক উন্নতির বিকাশ না ঘটলে সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হয় না। ফলে মানব জীবনে বিরাজ করে হতাশা এবং অশান্তি। তাই মানুষের একটি উৎকৃষ্ট এবং সভ্য পৃথিবী নিশ্চিত করার জন্য ভাববাদী শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে মানুষের আত্মিক এবং নৈতিক বিকাশ ঘটাতে হবে। আর এটা করতে পারলে বর্তমান বিশ্বের জটিল সমস্যা থেকে মানুষের মুক্তি দেওয়া সম্ভব। মানব জীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থ, কামনা-বাসনাকে নিয়ন্ত্রণ করে মানব কল্যাণে ব্রতী হওয়ার শিক্ষা আমরা ভাববাদী

শিক্ষাদর্শন থেকে পাই। দার্শনিক কবি রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়ও আমরা ভাববাদী আদর্শের প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর ভাষায়,

"অন্তর মম বিকশিত করো, অন্তরতর হে।
নির্মল করো উজ্জল করো, সুন্দর করো হে।"[২৪]

ভাববাদীরা মনে করেন মানব জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন নৈতিক জীবন পরিচালনা করা। কেননা, "এই নৈতিক আদর্শের সঙ্গে যে জিনিসটি সম্পৃক্ত আছে, তা হচ্ছে কল্যাণ বা মঙ্গল এই কল্যাণধর্মী জীবন লাভ করাই মানুষের নৈতিক আদর্শ।"[২৫]

আরেকজন প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায়ও আমরা ইহলৌক ও পারলৌকিক মুক্তির জন্য ভাববাদী ও জড়বাদী চিন্তার সমন্বয় দেখতে পাই। তিনি সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে চেয়েছেন মানবকল্যাণ।[২৬]

বিশ্বব্যাপী যে অশান্তি, অস্তিরতা এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঠিকই এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এর বিপরীতে নৈতিক অবক্ষয় হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তাই বিশ্ববাসীকে আজ নতুন করে ভাবতে হবে এই নৈতিক এবং মানবিক সংকট থেকে উত্তরণের শুধু জাগতিক সমৃদ্ধি বা উন্নতির চিন্তা করলে হবে না, ভাবতে হবে নৈতিক এবং মানবিক মূল্যবোধ নিয়ে। কেননা বৈষয়িক উন্নতি বা সমৃদ্ধির সাথে সাথে যদি আদর্শিক, নৈতিক এবং মানবিক অগ্রগতি সাধিত না হয় তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা যে আকাশচুম্বী সফলতা লাভ করছি তা কোনভাবেই টিকবে না। অর্থাৎ বিষয়টি হবে এরূপ,

> ...আমাদের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ যতই মজবুত, প্রবৃদ্ধির হার যতই আশাব্যঞ্জক হোক-না-কেন, নীতিবোধ ও মূল্যবোদের তোয়াক্কা না করলে মানবিক উৎকৃষ্টতা ও মর্যাদা ক্রমেই হতে থাকবে বিপন্ন, ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নেমে আসবে সংঘাত, হতাশা, অস্থিরতা ও অশান্তির এক অসহনীয় অন্তর্জ্বালা।[২৭]

বর্তমান সময়ে আমরা দেখি যে মানুষ যেন সততা, ন্যায়পরতা, মানবকল্যাণ ও পরোপকারিতাসহ প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন কর্মের প্রতি বেশ উদাসীন। আর এর পিছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করছে মানুষের জড়বাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মানসিকতা। তাই মানুষের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী মানসিকতার লাগাম টেনে না ধরতে পারলে বস্তুবাদী মানসিকতার করাল গ্রাস মানব সভ্যতাকে মারাত্মক হুমকিতে ফেলবে। তাই মানব জীবনের সার্থক এবং সফল রূপায়ণ ঘটাতে হলে ভাববাদী এবং জড়বাদী চিন্তার যৌক্তিক সমন্বয়ের কোন বিকল্প নেই।

উপসংহার

ভাববাদী চিন্তাধারাই মানুষকে তার বৈষয়িক লোভ-লালসা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ভাববাদী চিন্তা মানুষকে বর্তমান জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তোলে ফলে মানুষ অনৈতিক কর্মকান্ড থেকে নিজেকে বিরত রেখে সুন্দর জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ হয়। প্রখ্যাত ভাববাদী দার্শনিক হেগেলও তাঁর পূর্ণতাবাদের আলোচনায় মানুষকে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, দৃঢ়চেতা মনোভাব নিয়ে উত্তম চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বর্তমান বিশ্ব ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয় থেকে উত্তরণ ঘটাতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই ভাববাদী শিক্ষাদর্শনের নির্যাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। বিশ্ব মানব সমাজের একান্ত কর্তব্য হবে ভাববাদী শিক্ষার একান্ত অনুশীলন এবং প্রয়োগ করা।

মানুষের মধ্যে বস্তুবাদী আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে সত্য, সুন্দর ও পরম কল্যাণের প্রতি আকর্ষণ কমেছে। জীবনের উচ্চতর মূল্য এবং পরম আদর্শের অভাবে সমকালীন বিশ্বে দেখা দিয়েছে এক নৈতিক

এবং মানবিক সঙ্কট। এই নৈতিক সঙ্কটের কারণে মানব সভ্যতা আজ হুমকির সম্মুখীন। আর এ থেকে পরিত্রাণের পথ মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে, কেননা মানুষ হচ্ছে অবিনাশীসত্তা। মানব জীবনের আদর্শ, মানবতা, নৈতিকতা, মূল্যবোধ তার সত্তার মধ্যে নিহিত। তবে মানুষ হচ্ছে দুটি সত্তার সমন্বয়ে গঠিত একটি বৌদ্ধিক বা নৈতিক সত্তা এবং অন্যটি প্রবৃত্তি সত্তা। এই দুই সত্তার মধ্যে বিরোধপূর্ণ অবস্থান বিরাজ করে যা আমরা ভাববাদী চিন্তা এবং জড়বাদী চিন্তায় দেখতে পাই। তাই বুদ্ধিমান সত্তা হিসেবে মানুষের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ জড়বাদের উপর ভাববাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এক যৌক্তিক সমন্বয় সাধন করে এর কার্যকার প্রয়োগ ঘটানো। আর এর ফলে মানবজাতি পেতে পারে দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের সার্থক সুফল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. George Thomas White Patrick, *Introduction to Philosophy*, Revised edition (Delhi : Surjeet Publications, 1978), P. 184-185
২. Dr. Abdul Motin, *An Outline Of Philosophy* (Dhaka : Adhuna Prakashan, 2006), P. 198-199
৩. Herold H. Titus, *Living Issues in Philosophy*, Forth Edition (Delhi : Eurashia Publishing House (P) Ltd., 1968), P.226
৪. শামসুল কবীর, আ.স.ম. মুজাম্মিল হক এবং মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, *শিক্ষানীতি পরিচিতি* (গাজীপুর : স্কুল অভ এডুকেশন, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়), ১৯৯৮, পৃ. ৪৯
৫. সুশীল রায়, *শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন* (কলিকাতা : সোমা বুক এজেন্সী, ২০০১), পৃ.৮০
৬. Herman Harrel Horne, *The Psychological Principles of Education* (New York : The Macmillan Company, 1908), P. 37
৭. সুশীল রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮০
৮. Dalaganjan Naik, *Educational Philosophy* (New Delhi : Kalyani Publishers, 2004), P. 134
৯. শরীফা খাতুন, *দর্শন ও শিক্ষা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯), পৃ. ৭৪
১০. *তদেব*, পৃ. ৭৬
১১. Dalaganjan Naik, *op.cit.*, P. 137
১২. Jadunath Sinha, *Introduction to Philosophy*, 6th Edition (Calcutta : Sinha Publishing House, 1971), P. 189
১৩. Dr. Abdul Motin, *op.cit.*, P. 189
১৪. শামসুল কবীর, আ.স.ম. মুজাম্মিল হক এবং মুহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭
১৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯
১৬. আনোয়ারুল্লাহ ভূইঁয়া, *শিক্ষাদর্শন: তত্ত্ব ও ইতিহাস* (ঢাকা : অন্বেষা প্রকাশন, ২০১০), পৃ. ২৬২
১৭. J.S. Brubacher, *A History of the Problems of Education* (New York : McGra-Hill Book Company Inc., 1947), P. 5
১৮. নুসরাত সুলতানা, 'শিক্ষা নৈতিকতা ও মানবজীবন', *দর্শন ও প্রগতি*, ১৫শ বর্ষ, ১ম ও ২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯; (মূলঃ W.H. Woodward, *Erasmus Concerning Education*, London, Cambridge University Press, 1904, P. 73)
১৯. নুসরাত সুলতানা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮১
২০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৩
২১. J.Dewey, *Democracy and Education* (New York : The Macmillan Company, 1916), P. 60
২২. বিভূরঞ্জন গুহ, *শিক্ষায় পথিকৃত* (কলিকাতা : ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৩৬৩), পৃ. ৬৪
২৩. গোবিন্দচন্দ্র দেব, *তত্ত্ববিদ্যা- সার* (ঢাকা : অধুনা প্রকাশন, ২০০৪), পৃ. ১৮৪
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, *একাদশ খণ্ড*, *গীতাঞ্জলি* (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ভাদ্র, ১৩৮৫), পৃ. ৮
২৫. মো. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন: মানুষ ও সমাজ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ৬১২
২৬. *তদেব*, পৃ. ৫২২
২৭. ড. আমিনুল ইসলাম, *বাঙালির দর্শন: প্রাচীনকাল থেকে সমকাল* (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০২), পৃ. ১৩৪